জামায়াতের একাত্তরের ভূমিকা নিয়ে রাজ্জাকের প্রস্তাবের কথা জানালেন আইনমন্ত্রী

আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত

আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, ১৯৭১ সালে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা নিয়ে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক ২০১৬ সালে যে খসড়া তৈরি করেছিলেন, সেটিতে জামায়াতের পক্ষ থেকে সই করা হলে দলটির বিরুদ্ধে ওঠা অনেক প্রশ্নের সমাধান হতে পারত।

শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকালে রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাকের বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রী ছাড়াও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বইটি নিয়ে আলোচনা করেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, একাত্তরের ভূমিকার জন্য ক্ষমা চাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ব্যারিস্টার রাজ্জাক। জামায়াত সে প্রস্তাব গ্রহণ করলে দলটির বিষয়ে তৈরি হওয়া অনেক প্রশ্নেরই অবসান ঘটত। সংসদীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৯৭১ সালে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা ও অবস্থান সঠিক ছিল না—এমন একটি অবস্থানও দলটি মেনে নিয়েছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি।

আইন অঙ্গনে আব্দুর রাজ্জাক এখনো প্রাসঙ্গিক বলেও উল্লেখ করেন আইনমন্ত্রী। তাঁর ভাষ্য, ফ্যাসিস্ট সময়কালে রাজ্জাকের দিকনির্দেশনা পথ দেখানোর মতো ছিল। প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক পরিসর থেকে বেরিয়ে ইসলামী প্রগতিশীল রাজনীতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বইটি গুরুত্বপূর্ণ বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

বইটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে জামায়াতের আইনজীবীদের উপস্থিত না থাকায় সমালোচনা করেন আইনমন্ত্রী। অন্যদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. দিলারা চৌধুরী বলেন, জামায়াতের ভেতরে সংস্কারের অনেক জায়গা রয়েছে।

তিনি বলেন, বড় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি হতাশা থেকেই নির্বাচনে জামায়াত প্রায় ৩২ শতাংশ ভোট পেয়েছে। তবে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতে জামায়াতের রাজনীতি নিয়ে ভাবার ক্ষেত্রে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাকের বইটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।